ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
কলেজ রোড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ফোন: ৫১৪৭৬, ০১৭১৪-০৯২৮৩৭

৪ অক্টোবর ২০১১

বরাবর
জেলা প্রতিনিধি
কালের কণ্ঠ
স্কুল রোড (প্রেসক্লাব সংলগ্ন)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

বিষয়: **প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ।**

মহোদয়,
শুভেচ্ছা নিবেন।

আজ ০৪ অক্টোবর ২০১১ তারিখে বহুল প্রচারিত দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্বচ্ছতার তথ্যমোলা: পুরস্কার নির্ধারণে টিআইবি'র বিরুদ্ধে অস্বচ্ছতার অভিযোগ" শীর্ষক প্রতিবেদনটির প্রতি সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও টিআইবি'র দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উল্লেখিত প্রতিবেদনটি তথ্য নির্ভর নয়। এ সম্পর্কে সনাক চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও টিআইবি'র বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপিত হল:

জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সনাক চাঁপাইনবাবগঞ্জ তৃতীয়বারের মত তিন দিনব্যাপী তথ্যমেলার আয়োজন করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব কে. এম. আলী. আজম এর সভাপতিত্বে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতভাবে স্টল মূল্যায়নের একটি উপ-কমিটি গঠিত হয়। উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন ১) নবাবগঞ্জ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, ২) সিনিয়র সহকারী কমিশনার জনাব সুব্রত পাল, ৩) হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ৪) টিআইবি- ঢাকা'র প্রতিনিধি। সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণী গত ২০ সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং স্টল মূল্যায়নের জন্য চারজন বিচারকের তথ্য জানা নেই বলে প্রতিবেদনে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা সঠিক নয়।

প্রতিবেদনে নির্বাচক কমিটির রায় উপেক্ষা করে নিজেদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদানের যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি টিআইবি ও সনাকের কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। সুতরাং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করার অভিযোগ ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক চারজন বিচারকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে মাত্র ০.৫ (পয়েন্ট পাঁচ) এর জন্য সরকারি কলেজ চতুর্থ স্থান লাভ করেছে। উল্লেখ্য, প্রস্তুতি সভায় যখন নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের নাম প্রস্তাব করা হয় তখন কলেজ তথ্যমেলায় স্টল নিয়ে অংশগ্রহণ করবে বলে জানানো হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে মেলায় অংশগ্রহণের কারণে অধ্যক্ষ নিজেকে প্রত্যাহারের কথা বললেও তিনি তার স্থানীয় পর্যায়ে সুনামের বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারবেন– এ প্রত্যাশায় সনাক তাকে কমিটির দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানায়।

প্রতিবেদনের একাংশে টিআইবি চাঁপাইনবাবগঞ্জের এলাকা ব্যবস্থাপক সৌমেন দাসকে উদ্ধৃত করে তার বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চার বিচারকের গড় নম্বরের ভিত্তিতে ফল ঘোষিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদককে ফোনে জানানোর পর তিনি জানতে চান, তিনজন বিচারকের প্রদত্ত গড় নম্বরের ভিত্তিতে সরকারি কলেজ তৃতীয় স্থানে ছিল কি না? উত্তরে সৌমেন জানান, হয়ত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ফলাফল চারজন বিচারকের মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

প্রস্তুতি সভার কার্যবিবরণী, প্রত্যেক বিচারকের প্রদত্ত নম্বরসহ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সনাক অফিসে সংরক্ষিত রয়েছে। তথ্যমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের স্টলগুলোর ভিডিওচিত্র থেকেও তথ্য যাচাই করার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং টিআইবি ও সনাকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অস্বচ্ছতার অভিযোগ বানোয়াট, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

(এ্যাড. মো. সোহরাব আলী)
আহ্বায়ক
সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ- টিআইবি
ফোন# ০১৭১৮-৮২৩৬০০, অফিস- ০১৭১৪-০৯২৮৩৭।

অনুলিপি:
০১. তথ্যমেলার স্টল মূল্যায়নের বিচারকমন্ডলী;
০২. অন্যান্য গণমাধ্যমের জেলা প্রতিনিধি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।